সংবাদ

তারিখ 23 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এমপিওভুক্তির তালিকা চূড়ান্ত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

১ হাজার ২২টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির তালিকা চূড়ান্ত করার
জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে দেয়া
সাতদিনের সময়সীমা আজ রোববার শেষ হচ্ছে। কিন্তু আজ এমপিওভুক্তির
তালিকা চূড়ান্ত হচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। গত ১৭ মে শিক্ষামন্ত্রী
নুরুল ইসলাম নাহিদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে উপদেষ্টাকে সাতদিনের মধ্যে
এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা চূড়ান্ত করে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিসহ
মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর অনুরোধ করেছিলেন।
উপদেষ্টাকে লেখা চিঠিতে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, যথাসময়ে এমপিওভুক্তির কাজ
শেষ না হলে অর্থবছর শেষ হয়ে যাবে। এতে এমপিওভুক্ত ১ হাজার ২২টি শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী চলতি অর্থবছরে টাকা পাবেন না।
এতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে। এমপিওভুক্তির
তালিকা যাচাই বাছাইয়ের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে শিক্ষা উপদেষ্টা ড.
আলাউদ্দীন আহমেদের সেলফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি
ফোন রিসিভ করেননি। এদিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে এ বিষয়ে
জানতে চাইলে তিনিও কোন মন্তব্য করতে সম্মত হননি। এমপিওভুক্তি
কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানান, শিক্ষামন্ত্রীর সাতদিনের ডেডলাইন শেষ হলেও
এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি হয়নি। ড. আলাউদ্দিন আহমেদ
এমপিওভুক্তির নীতিমালা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা, অর্থ মন্ত্রণালয়ের
নির্দেশনা এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়ের পরামর্শগুলো এখনও পর্যালোচনা করছেন।
বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো ৩৫৫টি ডিও লেটার যাচাই বাছাই নিয়েও
তিনি হিমশিম খাচ্ছেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।
২০ মে জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির
বৈঠকে কোন অজুহাত না দেখিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে এমপিওভুক্তির তালিকা
চূড়ান্ত করার পরামর্শ দেয়া হয়। বৈঠকে এমপিওভুক্তি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে চরম
বাক্যবিনিময় হয়। বৈঠক শেষে কমিটির

তালিকা : পৃষ্ঠা : ১১ ক :

তালিকা : চূড়ান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেছিলেন, এমপিভুক্তি নিয়ে যে জটিলতা রয়েছে তা আগামী সাত/আট দিনের মধ্যে কেটে যাবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুযায়ী এমপিও সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের। মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান হলেন মন্ত্রী।

মেনন আরও বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমপিভুক্তি না হলে এজন্য চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ টাকা ফেরত যাবে। বিগত সাত/আট বছর ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না হওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, প্রকাশিত এমপিওভুক্তির তালিকা শিক্ষা উপদেষ্টা যাচাই-বাছাই করলেও তাতে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেই প্রজ্ঞাপন জারি করে তালিকা প্রকাশ করতে হবে। কারণ উপদেষ্টা তালিকা চূড়ান্ত করলেও অনুমোদন দেওয়ার নির্বাহী ক্ষমতা তাঁর নেই।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান চৌধুরী এমপিওভুক্তি বিষয়ে সংবাদ'কে বলেছেন, আমরা জেনেছি শিক্ষা উপদেষ্টার প্রণীত নীতিমালা অনুসরণ করে ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু এখন সংসদ সদস্য, মন্ত্রীদের ডিও লেটার বিবেচনা করে যদি আবার তালিকা পুনরায় যাচাই বাছাই করা হয় সেটা নিশ্চয়ই উদ্বেগের বিষয়।